সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in | epratidin.in | ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ | ৪.০০ টাকা | * কলকাতা সংস্করণ | শুক্রবার | ১ ডিসেম্বর ২০২৩ | পরিষ্কার আকাশ | সর্বনিম্ন ২১°/৩১° সর্বাধিক | ১০ পাতা

এক্সিট পোলে ধাক্কা বিজেপির

মধ্যপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড়ে এগিয়ে কংগ্রেস, রাজস্থানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা সমীক্ষায়

মধ্যপ্রদেশ | মোট আসন ২৩০

	[পদ্ম]	[হাত]	[হাতি]	অন্যান্য
ইটিজি	১০৫-১১৭	১০৯-১২৫	০	০
সি ভোটার	৮৮-১১২	১১৩-১৩৭	০	০
পোলস্ট্র্যাট	১০৬-১১৬	১১১-১২১	০	০
টুডেস চাণক্য	১৩৯-১৬৩	৬২-৮৬	০	১-৯

রাজস্থান | মোট আসন ১৯৯

	[পদ্ম]	[হাত]	[হাতি]	অন্যান্য
সি ভোটার	৯৪-১১৪	৭১-৯১	০	০
পি মার্ক	১০৫-১২৫	৬৯-৯১	০	০
সিএনএক্স	৮০-৯০	৯৪-১০৪	০	০
টুডেস চাণক্য	৭৭-১০১	৮৯-১১৩	০	২-৬

তেলেঙ্গানা | মোট আসন ১১৯

	[পদ্ম]	[হাত]	বিআরএস	মিম
ইটিজি	৬-৮	৬০-৭০	৩৭-৪৫	৫-৭
জন কি বাত	৭-১৩	৪৮-৬৪	৪০-৪৫	৪-৭
টুডেস চাণক্য	২-১২	৬২-৮০	২৪-৪২	৫-১১
সিএনএক্স	২-৪	৬৩-৭৯	৩১-৪৭	৫-৭

ছত্তিশগড় | মোট আসন ৯০

	[পদ্ম]	[হাত]	[হাতি]	অন্যান্য
অ্যাক্সিস	৩৬-৪৬	৪০-৫০	০	১-৫
সি ভোটার	৩৬-৪৮	৪১-৫৩	০	০
টুডেস চাণক্য	২৫-৪১	৪৯-৬৫	০	০
সিএনএক্স	৩০-৪০	৪৬-৫৬	০	০

মিজোরাম | মোট আসন ৪০

	[পদ্ম]	[হাত]	জেডপিএম	এমএনএফ
অ্যাক্সিস	২	২-৪	২৮-৩৫	৩-৭
ইটিজি	০	৯-১৩	১০-১৪	১৪-১৮
সি ভোটার	০	২-৮	১২-১৮	১৫-২১
সিএনএক্স	২	৮-১০	১২-১৬	১৪-১৮

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত ও সোমনাথ রায়

নয়াদিল্লি: বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়বে। তার আগে বছরের শেষের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া করে দিল। ক্ষমতায় থাকা একমাত্র রাজ্য মধ্যপ্রদেশে গেরুয়া শিবিরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে হাত শিবির। তবে স্বস্তি দিতে পারে মরুরাজ্য রাজস্থান। রাজ্যের রাজনীতির রীতি, পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল, এবারও বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল। বুথফেরত সমীক্ষায় প্রকাশ, অশোক গেহলটের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছিনিয়ে নিতে পারে পদ্মপক্ষ। তবে কংগ্রেসের জন্য সুখবর তেলেঙ্গানা। ১৫ বছর পর তেলুগুভাষীরা ফের হাতের উপর ভরসা রাখছেন বলে অধিকাংশ সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন কে চন্দ্রশেখর রাও। তবে এই রাজ্যে দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে বিজেপি। আবার ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হবেই বলে বুথফেরত সমীক্ষায় প্রকাশ। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মিজোরামের ভোটাররা ত্রিশঙ্কু ফলাফলের দিকেই রায় দিয়েছে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তবে আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের সমীক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকলেও সবসময় ফলাফলের সঙ্গে মেলে না।

বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল যদি সঠিক হয়, তাহলে বাঘ ও বাগীর রাজ্য মধ্যপ্রদেশে আরও একবার ঘোড়া কেনাবেচার সম্ভাবনা প্রবল হবে। গতবার কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও একবছরের মধ্যে 'অপারেশন লোটাস' চালিয়ে ক্ষমতার দখল নেয় নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর দল। বুথফেরত সমীক্ষায় এই রাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সামান্য এগিয়ে কংগ্রেস। ইন্ডিয়া টুডে ও অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষায় পদ্ম ১৪০ থেকে ১৬২ আসন আর কংগ্রেস ৬৮ থেকে ৯০ আসন পেতে পারে বলে উঠে এসেছে। তেমনই টাইমস নাউ ইটিজি ও টিভি নাইন পোলস্টারের সমীক্ষায় আবার কংগ্রেসকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। টাইমস নাউ জানাচ্ছে যে, কংগ্রেস সেখানে ১০৯ থেকে ১২৫ আসন এবং বিজেপি ১০৫-১১৭টি আসন পেতে পারে। টিভি নাইনের সমীক্ষায় কংগ্রেস ১১১-১২১ আসন আর বিজেপি ১০৬ -১১৬ আসন পেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ফের কুর্সিতে বসতে পারেন বলে জানিয়েছে চাণক্য ও নিউজ ২৪ টুডে। তাদের সমীক্ষা বলছে, এখানে বিজেপি ১৫১ ও কংগ্রেস পেতে পারে ৭৪টি আসন।

বিভিন্ন সমীক্ষায় ২০০ আসন বিশিষ্ট রাজস্থানে মিশ্র ফলাফল উঠে এসেছে। এবিপি নিউজ ও সি ভোটারের সমীক্ষায় মরুরাজ্যে বিজেপি ৯৪-১১৪ ও কংগ্রেস জোট ৭১-৯১ এবং অন্যরা ৯-১৯টি আসন পেতে পারে বলে জানাচ্ছে। ইন্ডিয়া টুডে ও অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষায় বিজেপি ৮০-১০০, কংগ্রেস জোট ৮৬-১০৬, অন্যদের ৯-১৮টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্ডিয়া টিভি সিএনএক্সের মতে, পদ্ম ৮০-৯০ আর কংগ্রেস সেখানে ৯৪-১০৪টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরছে। নয়ের পাতায়

বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ল পৃ: ৫

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেরুয়াকরণ

দিল্লির ফতোয়ার বিরুদ্ধে মমতার চিঠি মোদিকে

স্টাফ রিপোর্টার: স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রং গেরুয়া করতে হবে। এই শর্ত দিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা আটকে রাখা হয়েছে কেন, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এবার চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, ''জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে বাংলার জন্য বরাদ্দ টাকা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে।''

এতদিন একশো দিনের প্রকল্পে আর্থিক বঞ্চনা, বাড়ি ও রাস্তার টাকা আটকে দেওয়া ছিল মূল কেন্দ্রবিরোধী ইস্যু। তা নিয়ে নাগাড়ে আন্দোলনও চালাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। এবার সেই বঞ্চনার তালিকায় যুক্ত হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রং যে গেরুয়া করার শর্ত দেওয়া হয়েছে, একথা মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বেই জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এদিন সরাসরি তিনি চিঠি লিখলেন নরেন্দ্র মোদিকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিতে লেখেন, ''এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, নির্দিষ্ট রং না করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক টাকা ছাড়বে না। যদিও অন্যান্য শর্ত পূরণ করা হয়েছে। এই টাকা আটকে রাখা সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা দেওয়ার সমান।''

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এখন যে রং তা বদল করতে গেলে অনেক অর্থের ধাক্কা। প্রকল্পের ব্যাপারে বাকি শর্তগুলি সরকার যেহেতু ইতিমধ্যে পূরণ করেছে, তাই অর্থ বরাদ্দ বন্ধ না করে তা যেন চালু করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ভাল কাজ করছে বাংলা। বর্তমানে রাজ্যে এ ধরনের ১১ হাজার কেন্দ্র রয়েছে। যার মাধ্যমে দিনে গড়ে ৩ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পান। স্বাস্থ্যসাথী, শিশুসাথী, মাতৃমা, চোখের আলো-সহ স্বাস্থ্যখাতে একাধিক প্রকল্প রয়েছে রাজ্য সরকারের। সব কটিতেই বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। কীভাবে রাজ্য সরকার এত বাধা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে এতগুলি প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে, চিঠিতে সে কথা বিশদে তুলে ধরেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলার ৪৭৪টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬৫টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য একাধিক কিস্তিতে টাকা নয়ের পাতায়

■ বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল বিধায়কদের ধরনা। বৃহস্পতিবার। —পিন্টু প্রধান

১১ পদ্ম বিধায়কের নামে এফআইআর

বিধানসভা চত্বরে জাতীয় সংগীতের অবমাননা

স্টাফ রিপোর্টার : বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের অবমাননার অভিযোগ বিজেপির পরিষদীয় দলের বিরুদ্ধে। তবে তৃণমূলের নালিশে বাকি ১১ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা গেলেও শুভেন্দু অধিকারী আইনি রক্ষাকবচের সুরক্ষায় রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হলে হাই কোর্টের অনুমতি লাগবে। আইনি পথে এগোতে তাই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর।

বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ধরনার শেষ দিনে আগেরদিনের মতো পরিস্থিতি ততটা উত্তপ্ত না হলেও এদিন কার্যত একই ঘটনার পুনঃসম্প্রচার হয় বিধানসভা চত্বরে। তৃণমূলের ধরনা থেকে এদিনও 'চোর' স্লোগান ওঠে শুভেন্দুর উদ্দেশে। শুভেন্দু তখনই বিধানসভা থেকে বেরোচ্ছিলেন। 'চোর' শুনে দৌড়ে এসে দলবল নিয়ে আগেরদিনের মতোই ধরনায় বসে পড়েন। শেষে এদিন আবারও জাতীয় সংগীতের অবমাননার অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সাফ কথা, "জাতীয় সংগীতের যথাযথ মর্যাদা দেওয়াটা কর্তব্য। বিরোধী দল যে অপরাধ করেছে তার তদন্ত হওয়া উচিত। অধ্যক্ষকে আমরা জানিয়েছি। আইনানুগ যা করার পুলিশ করবে।"

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিজেপির শিষ্টাচারের ক্লাস করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের তোপ, "এটা একটা ক্রাইম। আশা করব আইন আইনের পথে চলবে। আমরা যে দলই করি না কেন, জাতীয় সংগীত, ভারতবর্ষ এবং সংবিধান আমাদের সকলের মাথার উপরে। এভাবে জাতীয় সংগীতের অবমাননাকে ধিক্কার জানাই।" সব শেষে অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন, "তৃণমূল পরিষদীয় দলের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা যা হওয়ার হবে।" উল্লেখ্য, এ নিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, "জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা কারও উচিত না। অধ্যক্ষ কী করবেন তা অধ্যক্ষই ঠিক করবেন।" নয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গে পরিষেবা প্রদান মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : মানুষকে সরকারি পরিষেবা নিজের হাতে তুলে দিতে ফের জেলাসফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির উপভোক্তাদের হাতে তিনি পরিষেবা তুলে দেবেন। আগামী ৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ রওনা হবেন মমতা।

শাহি সভা ফ্লপ হতেই সিবিআই!

বিধায়ক, ২ কাউন্সিলরের বাড়িতে তল্লাশি নিয়ে বিঁধল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: ধর্মতলায় অমিত শাহের সুপার ফ্লপ সভা থেকে নজর ঘোরাতে সিবিআইকে মাঠে নামাল বিজেপি বলে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের তরফে বিধায়ক তাপস রায় ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ''ধর্মতলায় অমিত শাহকে বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, সভা সুপার ফ্লপ হয়েছে— এই খবর রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আতঙ্কিত ও দিশাহীন বিজেপি তাঁদের শাখা সংগঠন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে পরিকল্পিত চিত্রনাট্য তৈরি করে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়েছে।'' শুধু তাই নয়, সভা ফ্লপ হতেই অমিত শাহ মাত্র ২৩ মিনিট ভাষণ দিয়ে চলে যেতেই দিশাহীন হয়ে বিধানসভায় ঢুকে পাগলামি করেছেন বিজেপি বিধায়করা। স্পিকারের অনুমতি নিয়ে চলা তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনার সামনে পাল্টা স্লোগান-চিৎকার করেছে। এমনকী বিজেপি বিধায়করা জাতীয় সংগীতেরও অবমাননা করেছেন বলে

■ কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশির সময় পাহারায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। —প্রতিদিন চিত্র

পুলিশে অভিযোগ। এদিন দক্ষিণ কলকাতার পাটুলিতে বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ও বাগুইআটিতে দেবরাজ চক্রবর্তীর দুই বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়। ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতেও রাত পর্যন্ত সিবিআই তল্লাশি চলে। ২৮ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূল ভবনে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির এই রাজনৈতিক দিশাহীনতা ও এজেন্সিকে মাঠে নামানো নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন বিধানসভায় তৃণমূলের ডেপুটি চিফ-হুইপ তাপস রায় ও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। ধর্মতলায় শাহের সভায় লোক না আসার তথ্য তুলে কুণালের বক্তব্য, ''দেশজুড়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ক্লিপিং দিয়ে রটে গিয়েছে অমিত শাহর কলকাতার সভা সুপার ফ্লপ। তাই মুখরক্ষা করতেই তৃণমূলের গায়ে কালি ছেটাতে সকাল থেকে সাতটি জায়গায় নামানো হয়েছে সিবিআইকে। ধর্মতলার ব্যর্থ সভার পর নজর ঘোরাতে যেভাবে বিজেপি তাদের গণসংগঠন সিবিআইকে নামিয়েছে, তাতে স্পষ্ট, তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে।'' তবে ডোমকলে বিধায়ক জাফিকুলের বাড়ি নয়ের পাতায়

আজ রাজ্যে ফিরছেন উদ্ধার হওয়া ১ শ্রমিক

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে উদ্ধার বাংলার তিন শ্রমিককে চিকিৎসার পর রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এর মধ্যে মানিক তালুকদার এবং তাঁর দুই আত্মীয় বিমানে বৃহস্পতিবার রাতেই দিল্লিতে পৌঁছন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিও। রাতে তাঁরা বঙ্গভবনে থাকবেন। শুক্রবার সকালে প্রাতরাশের পর বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা হবেন। মানিক ফিরলেও অন্য দুই শ্রমিক এখনই বাড়ি ফিরছেন না। এঁরা হলেন হুগলির সৌভিক পাখিরা এবং জয়দেব পরামানিক। এদিন তাঁদের পরিবারের হাতে এই দুই যুবককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই দুই পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁদের কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। সে সব মিটিয়ে তাঁরা হুগলির বাড়িতে ফিরবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি মুহূর্তে এই তিনজনের খোঁজ রাখছিলেন। শ্রমিকদের ফেরার খবরে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন।

কুসংস্কারমুক্ত সমাজগঠনে রামমোহন মিশন

সমাজ কল্যানে রামমোহন রায়ের অবিস্মরণীয় অবদান তথা তাঁর অদম্য চেতনাশক্তিকে জনমনে জাগিয়ে তোলাই মিশনের উদ্দেশ্য।

আজও চাই বুদ্ধির মুক্তি, চেতনার মুক্তি, চিন্তার মুক্তি ও যুক্তির মুক্তি। তাতেই আসবে সমাজের মুক্তি, বলেছেন - প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি — শংকর বিশ্বাস

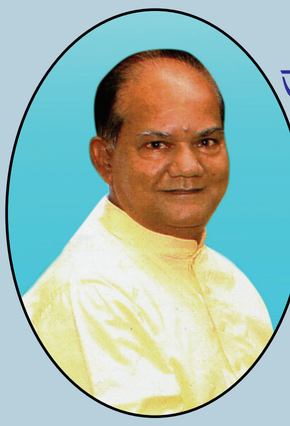

শংকর বিশ্বাস
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

কর্মপ্রবাহ

- বোলপুরে (প্রান্তিক) রামমোহন মিশন চক্ষু হাসপাতালের অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী।
- নারীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন।
- কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের মত অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান।
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী শংকর বিশ্বাস মহাশয় কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ভারতব্যাপী অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে পাঁচ-পাঁচবার প্রচারাভিযান করেছিলেন। তাঁর এই সমাজচেতনাকে মানুষের মনে সঞ্চারিত করাই মিশনের লক্ষ্য।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির জন্মদিবসে রামমোহন মিশন হাই স্কুলের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হল।

রামমোহন মিশন
১৬২/৬৯, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫
ফোন - ০৩৩-৪০৬৪৪৫০৮

MedPlus

উপস্থাপন করে...

মেডপ্লাস ব্রান্ডের ওষুধে 50-80%* ডিসকাউন্ট

মেডপ্লাস ব্র্যান্ডের ওষুধে কীভাবে ৫০-৮০% ডিসকাউন্ট সম্ভব?

কারণ এই ওষুধগুলি সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আসে। আমরা মেডপ্লাস-এ এই ওষুধগুলি চুক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি করি এবং কোনও বিপণন, খুচরা এবং বিতরণ খরচ নেই।

আমার ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত ওষুধ কি মেডপ্লাসে পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ, মেডপ্লাস ৫০০টিরও বেশি ওষুধ তৈরি করে এবং এগুলি আপনার চাহিদার ৮০-১০০% যেকোনও জায়গায় কভার করবে।

আমি কীভাবে এই ওষুধের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি?

যেখানে দেশের সমস্ত বড় ব্র্যান্ডগুলি তৈরি হয় সেই একই জায়গায়, বিশ্বমানের উৎপাদন সুবিধাগুলিতে সর্বোচ্চ মানের মানদণ্ডে সমস্ত ওষুধ তৈরি করা হয়।

T&C Apply

মেডপ্লাস ব্র্যান্ডগুলি বেছে নিন। বেশি সঞ্চয় শুরু করুন!

আজই নিকটস্থ দোকানে যান অথবা কল করুন ০৪০-৬৭০০ ৬৭৩২

সীমিত সময়ের সাবস্ক্রিপশন অফার প্রতি বছর ৫০ টাকা (নিয়মিত মূল্য ৪৯৯/বছর)।
* শর্ত ও নিয়মাবলী প্রযোজ্য। ডিপিসিও পণ্যের উপর ডিসকাউন্ট পরিবর্তিত হতে পারে।